ISO 9001: 2015
CERTIFIED

প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী) বড়পুকুরিয়া- বগুড়া- কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এবং

নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩-৪
প্রস্তাবনা	৫
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি	৬
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৭
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৮-১০
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১২
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১৩
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১৪-১৫
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৬-১৮
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	১৯
সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	২০
সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	২১
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২০২২	২২

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

ভবিষ্যতে ভারত, নেপাল ও ভুটান হতে বিদ্যুৎ আমদানি করার জন্য দেশের উত্তরাঞ্চলের হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সঞ্চালনের অবকাঠামো তৈরি এবং ভারতের ঝাড়খন্ডে আদানী পাওয়ার কর্তৃক উৎপাদিত ২X৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে সঞ্চালন করার উদ্দেশ্যে এক্সিম ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, জিওবি ও পিজিসিবি এর অর্থায়নে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছে। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটি মোট ৩ টি প্যাকেজে বিভক্ত। প্রকল্পের Scope of Works এর মধ্যে ০২ (দুই) টি ৪০০ কেভি বে এক্সটেনশন, ০২ (দুই) টি ২৩০ কেভি বে এক্সটেনশন এবং ২৬০ কি.মি. (০৯ কিঃমিঃ ডাবল সার্কিট রিভার ক্রসিংসহ) ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ এবং এই ৯ (নয়) কিঃমিঃ লাইন নির্মাণের জন্য পরামর্শক (PMC) অন্তর্ভূক্ত নিয়োগ আছে।

প্রকল্পের কাজের সুবিধার্থে প্যাকেজ -১ কে তিনটি লটে এবং প্যাকেজ-২ কে দুইটি লটে এবং প্যাকেজ-৩ কে ২৬০ কিঃমিঃ ৪০০ কেভি লাইন নির্মাণ কাজের তদারকি করার পরিবর্তে শুধু মাত্র ৯ কিঃমিঃ যমুনা নদী ক্রসিং অংশের ডিজাইন ও ড্রইং অনুমোদন এবং কাজ সুপার ভিশন করা অনুমোদন করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে প্যাকেজ -১ এর লট-১ ও লট-২ এর টেন্ডার আহবান মূল্যায়ন এবং পিজিসিবি'র পরিচালক পর্যদের অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরডিপিপি অনুমোদনের পর টার্ণ-কি চুক্তি করার নির্দেশনা থাকায় চুক্তি করা সম্ভব হয় নি এবং লট-৩ এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্যাকেজ -২ এর লট-১ ও লট-২ এর দরপত্র দলিল প্রস্তুত চলমান আছে। এছাড়া প্যাকেজ -৩ এর টেন্ডার আহবান শেষে দরপত্র মুল্যায়ন কাজ চলমান আছে।

আর ডিপিপি প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

- আরডিপিপি প্রস্তুত এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা।
- ২০২১-২২ অর্থ বৎসরের ADP ১০০% বাস্তবায়ন করা।
- প্যাকেজ -২ এর জমি অধিগ্রহণ ও ভুমি উন্নয়ণ ও লে আউট চুড়ান্ত করার পর বে এক্সটেনশনের দরপত্র আহবান করা হবে। উক্ত কাজগুলি জিটুজি (চায়না) প্রকল্পের অধীনে হওয়ায় তা সম্পন্নের পরেই কাজ শুরু করা যাবে।
- কোভিড-১৯ মহামারী ফলে জারিকৃত ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারনে আহবানকৃত টেন্ডার, EOI এর বারবার সময় বৃদ্ধি করায় প্রকল্পের কাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রকল্পের কর্মীগণের মাঝে সামাজিক দূরত্ব ও যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় ভবিষ্যতে লকডাউন আরোপ করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিঘ্নিত হবে।

- কোভিড-১৯ এর কারনে Equipment Manufacturer এর Factory তে উৎপাদন ও মালামালের জাহাজীকরন বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
- যমুনা নদীর উপর ০৯ (নয়) কিঃমিঃ ডাবল সার্কিট রিভার ক্রসিং লাইন নির্মাণ কাজ একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য সঞ্চালন লাইন সমূহের জন্য Right of Way (ROW) পাওয়া প্রকল্প বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ।
- অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, স্থানীয় জনগণের বাধা ইত্যাদির কারনে প্রকল্পের অগ্রগতি ব্যহত।
- সেটআপ মোতাবেক জনবল পদস্থ করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

পিজিসিবি সঞ্চালন সিস্টেমের অবকাঠামো উন্নয়নে আলোকে সরকারের মাস্টার প্ল্যান অনুসারে বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০২১ খৃষ্টাব্দে ২৪,০০০ মেঃওঃ এবং ২০৩০ খৃষ্টাব্দে ৪০,০০০ মেঃওঃ এ দাঁড়াবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সঙ্গে সমন্বয় রাখার জন্য পিজিসিবি ৮,২৯৭ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ১১৭ টি গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলো বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে ২০২১ থেকে ২০২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো এবং সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকারের প্রতিশ্রুতি অর্জনে পিজিসিবি বিপুল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যা সঞ্চালন সিস্টেমকে শক্তিশালী করবে। পিজিসিবি সঞ্চালন সিস্টেমের অবকাঠামো উন্নয়নে পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যানের আলোকে ২০২৫ সালের মধ্যে জাতীয় গ্রিড নেটওয়ার্কে প্রায় ২০,৯৯২ সার্কিট কিঃমিঃ সঞ্চালন লাইন এবং প্রায় ১,১৯,৬৩২ এমভিএ উপকেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার মধ্যে অত্র প্রকল্পের আওতায় প্রায় ২৬০ কিঃমিঃ সঞ্চালন ৪০০ কেভি লাইন বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- আরডিপিপি অনুমোদন করা।
- প্যাকেজ -১ এর তিনটি লটের টার্ণ-কি চুক্তি স্বাক্ষর করা।
- ৯ (নয়) কিমি যমুনা রিভার ক্রসিং লাইনের জন্য পরামর্শকের সাথে টার্ণ-কি চুক্তি স্বাক্ষর করা।
- প্যাকেজ -২ এর দুইটি লটের টেন্ডার আহবান।
- প্যাকেজ -১ এর তিনটি লটের মাঠ পর্যায়ের কাজ শুরু করা।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক (প্রধান প্রকৌশলী) বড়পুকুরিয়া- বগুড়া- কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি লাইন প্রকল্প, পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এবং

নির্বাহী পরিচালক (পিএন্ডডি), পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: